জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস

২২ অক্টোবর ২০২৪

ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার

■ বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পি আই ডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডি এফ পি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ■

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

০৬ কার্তিক ১৪৩১
২২ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

দেশের সড়ক ও মহাসড়কে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

নিরাপদ ও উন্নত সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম নিয়ামক। সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি আইনের প্রয়োগ ও আইন মেনে চলতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে সড়কে মোটরযানের সংখ্যা ও সড়ক দুর্ঘটনা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষ শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতিসহ পরিবার নিয়ে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিতকল্পে সড়ক বিভাজক নির্মাণ, ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক সরলীকরণ, ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস, ওভারপাস নির্মাণ, ট্রাফিক সাইন ও সিগন্যাল স্থাপন/পুনঃস্থাপনের পাশাপাশি গাড়ি চালক ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও যানজট নিরসনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিতে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী ও যুবসমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ সড়কে দুর্ঘটনা, বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। সড়কে দুর্ঘটনা রোধকল্পে সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের পাশাপাশি মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারী ও সংশ্লিষ্ট সবাই এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিনিষেধ প্রতিপালনে সচেষ্ট হবেন-এটাই সকলের প্রত্যাশা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনে দেশব্যাপী একটি আধুনিক সড়ক পরিবহন অবকাঠামো এবং দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশের উপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন, সড়কে গতিশীলতা নিশ্চিত, নিরাপদ যানবাহন ব্যবহার ও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সড়ককে দুর্ঘটনামুক্ত করতে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত ও সকলের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

মোঃ ইয়াসীন

আজ ২২ অক্টোবর 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪'। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালিত হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে প্রতিবছর ২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত হয়ে আসছে।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার'। সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে এই প্রতিপাদ্য নিঃসন্দেহে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।

বিশ্বে সড়ক নেটওয়ার্ক ও জনসাধারণের দোরগোড়ায় মোটরযান সেবা সহজ প্রাপ্তির কারণে সড়ক পরিবহণ মানুষের প্রধানতম পরিবহন মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। প্রায় ২২.৫ হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্য মহাসড়ক এবং ৩.৫ লক্ষ কিলোমিটারের অধিক গ্রামীণ সড়কে ৬১ লক্ষাধিক নিবন্ধিত মোটরযান চলছে। রেল ও নৌ পরিবহণের তুলনায় সড়কপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের পরিমাণ অনেক বেশি। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসেব অনুযায়ী জিডিপিতে পরিবহন সেক্টরের অবদান ৭.৩৭%, যার মধ্যে সড়ক পরিবহণের অবদান ৬.৬১%। প্রতিনিয়ত মোটরযানের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সড়ক পরিবহণ সেক্টরে সড়ক দুর্ঘটনা একটি বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এক একটি দুর্ঘটনা অসংখ্য মানুষ ও পরিবারের ভারসাম্যতাসহ স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ পতন ঘটিয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু শুধু একটি পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি এবং গভীর শোক ও দুঃখের কারণ নয়, বরং অনেক পরিবারকেও আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যুবরণ করে শিশু-কিশোর এবং পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তি।

বাংলাদেশ পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনায় বিগত ১০ বছরে গড়ে নিহত হয়েছে ৩৬২৬ জন। এছাড়াও বিআরটিএ সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। বিআরটিএ'র তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালে ৫৪৯৫ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫০২৪ জন নিহত ও ৭৪৯৫ জন আহত হয় এবং ২০২৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে ৪১২৭ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৭৯২ জন নিহত ও ৪৭৪৯ জন আহত হয়। বিআরটিএ'র হিসেব অনুযায়ী ২০২৩ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ৭৮৩৭ টি মোটরযানের মধ্যে মোটরকার/জীপ ২০৬ টি (২.৬৩%), বাস/মিনিবাস ১০৮৩ টি (১৩.৮২%), ট্রাক/কাভার্ডভ্যান ১৩৮৯ টি (১৭.৭২%), পিকআপ ৩৭০ টি (৪.৭২%), মাইক্রোবাস ২২৬ টি (২.৮৮%), এ্যাম্বুলেন্স ১৬১ টি (২.০৫%), মোটরসাইকেল ১৭৯৭ টি (২২.৯৭%), ভ্যান ২৩০ টি (২.৯৩%), ট্রাক্টর ১২৮ টি (১.৬৩%), ইজিবাইক ২১৭ টি (২.৭৭%), ব্যাটারিচালিত রিকশা ৪১৫ টি (৫.৩০%), অটোরিকশা ৪৯৭ টি (৬.৩৪%) ও অন্যান্য যান ১৯৬৮ টি (১৪.৯০%)।

গাড়িচালকের যত্রতত্র ওভারটেকিং, অতিরিক্ত গতি বা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো, অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন ইত্যাদি কারণে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। চালক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে ট্রাফিক সাইন, সিগন্যাল ও রোড মার্কিং অনুসরণ না করা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নিয়ে অবসাদগ্রস্ত অবস্থায়, মানসিক অস্থিরতা, অতিরিক্ত চাপ ও শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে গাড়ি চালানো, গাড়ি চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলা ইত্যাদি রয়েছে। মোটরযান মালিক সংশ্লিষ্ট কারণসমূহের মধ্যে গাড়ি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করা, বৈধ লাইসেন্সধারী ড্রাইভার নিয়োগ না করা, শ্রমিকদের দ্বারা অধিক পরিশ্রম করানো অর্থাৎ সরকার নির্ধারিত শ্রমঘণ্টার অতিরিক্ত গাড়ি চালানো এবং অনুমোদিত ধারণ ক্ষমতার অধিক মালামাল পরিবহণে ড্রাইভারকে উৎসাহ দেয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অসতর্ক ও অমনোযোগী হয়ে রাস্তায় চলাচল, তড়িঘড়ি করে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দৌড়ে রাস্তা পার হওয়া, রাস্তায় চলাচলরত অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলা, ফুটপাত ব্যবহার না করা, রাস্তা পারাপারে জেব্রাক্রসিং, ফুটওভারব্রিজ, আন্ডারপাস ব্যবহার না করা ইত্যাদি কারণে সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারীদের মৃত্যু হয়।

নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইউএন গ্লোবাল প্ল্যানের পাঁচটি পিলার (সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ সড়ক ও গতিশীলতা, নিরাপদ যানবাহন, নিরাপদ সড়ক ব্যবহারকারী এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী কার্যক্রম) এবং সড়ক নিরাপত্তার মৌলিক ০৪টি বিষয় (প্রকৌশল, শিক্ষা, আইন প্রয়োগ এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ) সমন্বয় করে একশন প্ল্যান তৈরিপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের নিয়ে বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে নিম্নরূপ কাজ করছে:

- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে মেট্রোপলিটন, জেলা এবং উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটিগুলো নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন এলাকায় সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ১১১টি সুপারিশের মধ্যে বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- মোটরযানের গতিসীমা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০২৪ জারিসহ তা বাস্তবায়নে মনিটরিং করা হচ্ছে।
- ২২টি জাতীয় মহাসড়কে নিবিড় যেমিত থ্রি-হুইলার, অটোরিকশা, অটোটেম্পু এবং অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল বন্ধে মোবাইলকোর্ট ও বাংলাদেশ পুলিশের অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
- সড়কে শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে বিআরটিএ নিয়মিত মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমে স্থানীয়ভাবে জেলা প্রশাসন, হাইওয়ে ও জেলা পুলিশের সহায়তায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩৭৭৮২ টি মামলা প্রদানের মাধ্যমে ৭৩০২১৫২৬ টাকা জরিমানা আদায়, ২২৯ টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ ও ৪৮০ জনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।
- মোটরযান চালকদের মদ্যপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন বন্ধ করার লক্ষ্যে গত জানুয়ারি ২০২২খ্রি: তারিখ থেকে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে বাধ্যতামূলকভাবে প্রার্থীদের ডোপটেস্ট সনদ/রিপোর্ট গ্রহণ করা হচ্ছে।
- সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিআরটিএ'র উদ্যোগে গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রোগান সংবলিত স্টিকার ও লিফলেট নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে।
- সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য/প্রোগান টিভি স্ক্রলে প্রচার এবং টিভি ফিলার ও টেলপ ডকুমেন্ট বিটিভিসহ গুরুত্বপূর্ণ টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে।
- বিআরটিএ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সড়ক নিরাপত্তামূলক ভিডিওচিত্র জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- শিক্ষার্থীদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা সদরে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত ৫৪০টি সভা/সমাবেশে ৬০,৯৩৮ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া, বিআরটিএ কর্তৃক স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের উপযোগী সড়ক নিরাপত্তামূলক ভিডিওচিত্র প্রদর্শন ও ব্রশিয়ার বিতরণ করা হয়েছে।
- ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- মোটরযান চালক, যাত্রী ও জনসাধারণকে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে মোটরযানের পিছনে সড়ক নিরাপত্তামূলক মেসেজ/প্রোগান লেখার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ট্রাস্টিবোর্ডের মাধ্যমে ০৪টি ক্যাটাগরিতে (১) দুর্ঘটনায় নিহত বা আধাপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু ক্ষেত্রে এককালিন অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা, (২) দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গহানির ক্ষেত্রে অন্যূন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা (৩) গুরুতর আহত এবং চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকার ক্ষেত্রে অন্যূন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা এবং (৪) গুরুতর আহত কিন্তু চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকার ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ছাত্র জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিতকল্পে বিআরটিএ'র অধিকাংশ সেবা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। অনলাইন সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে- ঘরে বসেই শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তিসহ মূল ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন দাখিল, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন দাখিল, ড্রাইভিং লাইসেন্সের তথ্য সংশোধন ও মোটরযানের শ্রেণি সংযোজনের আবেদন দাখিল, হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স এর প্রতিলিপির আবেদন দাখিল এবং এতৎসংক্রান্ত ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি। এছাড়া, মোটরযান নিবন্ধনের জন্য আবেদন দাখিল, নিবন্ধিত মোটরযানের নিবন্ধন সনদের তথ্য পরিবর্তনের আবেদন দাখিল, ফিটনেস সনদ নবায়নের লক্ষ্যে মোটরযান পরিদর্শনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও রাইড শেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের আবেদন দাখিল ও প্রাপ্তি, মোটরযানের অগ্রিম আয়কর, ফিটনেস নবায়ন ফি, ট্যাক্স-টোকেন ফিসহ অন্যান্য ফি'র পরিমাণ জানা, Debit, Credit Card, bKash, Rocket, নগদ ইত্যাদি মোবাইল ব্যাকিং এর মাধ্যমে মোটরযান নিবন্ধন ফি, অগ্রিম আয়কর, ফিটনেস নবায়ন ফি, ট্যাক্স-টোকেন ফি, ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফিসহ অন্যান্য ফি জমা প্রদান, বিভিন্ন সেবার বিপরীতে প্রদত্ত মোটরযানের কর ও ফি যাচাই, ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্টের পরীক্ষার ফলাফল দেখা, ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্টের পরীক্ষার তারিখ গ্রহণ, মোটরযান ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত কর ও ফি প্রদানের নিমিত্তে নিকটস্থ ব্যাংকের শাখা ও বুথের তালিকা অনুসন্ধান ইত্যাদি।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, পরিবহণ মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। হতে হবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আইন প্রতিপালনে তৎপর। আসুন আমরা জুলাই বিপ্লবের শহিদদের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ তথা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সুনাগরিক হিসেবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে একযোগে কাজ করি।

লেখক: চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬ কার্তিক ১৪৩১
২২ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

ছাত্র-শ্রমিক-জনতার আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে আজ ২২ অক্টোবর সারা দেশে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪' পালিত হচ্ছে। এ দিবসের প্রতিপাদ্য- 'ছাত্র-জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার' যথার্থ ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

প্রথাগত সড়ক ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতাকে চ্যালেঞ্জ করে ২০১৮ সালে সংঘটিত শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়কের দাবিতে গণ-আন্দোলনের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ মোটরযান, ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন অদক্ষ চালক, অবৈধ যানবাহন সড়ক নিরাপত্তার যে ঝুঁকি তৈরি করে, সড়ক পরিবহণ মালিক-শ্রমিক তা উপলব্ধি করে এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে নিরাপদ সড়কের প্রত্যাশা পূরণ অনেকটাই সহজ হবে।

তরুণ প্রজন্ম ও আপামর জনসাধারণের মাঝে 'নতুন বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অভূতপূর্ব ঐক্যকে কাজে লাগিয়ে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, মালিক, চালক, পথচারী, অভিভাবকসহ দলমত নির্বিশেষে সমাজের সবাই অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসলে নিরাপদ সড়কের ধারণাকে বাস্তবরূপ দান করা সম্ভব।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রেক্ষাপটে আজ ২২ অক্টোবর দেশব্যাপী জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪ পালিত হচ্ছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ক্রোড়পত্র দিবসটি পালনের কর্মসূচিতে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি সড়ক পরিবহণ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

২০১৮ সালের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, ২০২৪ সালের ছাত্র জনতার গণ-অভ্যুত্থান ও পরবর্তীতে সড়কে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তরুণ সমাজের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ আমাদের নতুন পথ দেখিয়েছে। ছাত্র জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক নিরাপত্তার গুরুত্ব নিয়ে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য 'ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার' অত্যন্ত সময়োপযোগী ও অর্থবহ হয়েছে।

টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাজ করছে। টেকসই, নিরাপদ, সাশ্রয়ী নিরবচ্ছিন্ন সড়ক অবকাঠামো বিনির্মাণের পাশাপাশি সুলভ ও সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জৌত অবকাঠামোগত উচ্চাভিলাষ, প্রকল্পের কাজে দীর্ঘসূত্রিতা ও ব্যয় বৃদ্ধির আবর্তে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির প্রবণতা কিংবা বড়ো শহর কেন্দ্রীকতার পরিবর্তে জনসাধারণের স্বার্থের চাহিদা ও চাপ বিবেচনায় নিয়ে সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন করতে হবে। গুণগতমান বজায় রেখে প্রতিযোগিতামূলক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে সাশ্রয়ী নির্মাণ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি মানুষের কী পরিমাণ উপকার হয়, গন্তব্যে পৌঁছাতে কত সময় লাগে এ ধরনের প্রকৃত নির্দেশকসমূহ (Indicators) হবে উন্নয়ন মূল্যায়নের নতুন মাপকাঠি।

দেশের সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সড়কপথে অনিরাপদ যানবাহন চালনা, বিপজ্জনক বাঁক, অপ্রতুল প্রশিক্ষণ, বেপরোয়া গতি এবং আইন না মানার প্রবণতা ইত্যাদি সড়ক নিরাপত্তার জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পরিবহণ মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারী নির্বিশেষে সকলের এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান জানা ও মেনে চলা দরকার। এর পাশাপাশি বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত বহুমুখী পরিবহণ ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, নিরাপদ সড়ক, নিরাপদ যানবাহন, নিরাপদ সড়ক ব্যবহারকারী ও দুর্ঘটনা পরবর্তী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা আবশ্যক। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

ছাত্র জনতার মহান বিপ্লবের চেতনা সমুন্নত রাখতে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪ এর সংকল্প হবে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে একযোগে কাজ করা এবং সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা।

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

সিনিয়র সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বাণী

সারাদেশে আজমবারের মত ২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪ উদযাপন করা হচ্ছে। দিবসটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্র জনতার গণ-অভ্যুত্থানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরাপদ সড়ক গড়ার প্রত্যয়ে এবার জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের প্রতিপাদ্য 'ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার' নির্ধারণ করা হয়েছে- যা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহণ সেবা ব্যবস্থাসহ মোটরযানের আধুনিকায়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পাশাপাশি মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাচ্ছে। উপ-আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, অভ্যন্তরীণ উন্নত পরিবহণের চাহিদাপূরণ, পণ্য ও যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি এবং সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে এ বিভাগ ব্যাপক কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। পেশাজীবী গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রচার অভিযানের মাধ্যমে লিফলেট, পোস্টার, স্টিকার বিতরণসহ মহাসড়কে নছিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক ইত্যাদি অবৈধ যান এবং হেলমেট, রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর আওতায় নিয়মিতভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ শিক্ষা, প্রকৌশল ও প্রায়োগিক দিক বিবেচনায় নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে সমুন্নত রেখে ছাত্র জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে এ বিভাগ নিরাপদ সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের পাশাপাশি প্রয়োজন সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা। এটি নিশ্চিত করা না গেলে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সুফল থেকে আমরা বঞ্চিত হব। তাই গাড়ি চালনা ও সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাড়িচালক, যাত্রীসাধারণ, পথচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা প্রয়োজন। আসুন, আমরা সকলে এ শপথে বলীয়ান হয়ে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হই।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪ এর সকল কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। সকলের জন্য শুভ কামনা।

মোঃ এহছানুল হক

সাবধানে চালাবো গাড়ি, নিরাপদে ফ